মার্কিন বাণিজ্য মেলা '৯৪ উদ্বোধনকালে শিল্পমন্ত্রীর আশাবাদ

সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট

বাংলাদেশের মার্কিন দূতাবাস এবং যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ফোরামের (এবিইএফ) যৌথ উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী মার্কিন বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হলো ঢাকার শেরাটন হোটেলে। ২২ জানুয়ারী শেরাটন হোটেলের 'উইন্টার পার্কে' প্রধান অতিথি হিসেবে এ মেলার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী এ এম জহির উদ্দিন খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত এম মোর্শেদ খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, মার্কিন চার্জ দ্য এফেয়ার্স মিঃ জেমস পি ন্যাস, ফোরামের সভাপতি ফরেস্ট কুকসন ও নির্বাহী পরিচালক আফতাব-উল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী জহির উদ্দিন খান যুক্তরাষ্ট্রের উৎসাহী উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "এ ধরনের মেলার ফলে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হবে।" মন্ত্রী দৃঢ়ভাবে আশা প্রকাশ করেন যে, সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি সার্ভিসের মাধ্যমে দেশ প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে। মেলা উদ্বোধনের পরপরই মাসিক কমপিউটার জগৎ এর প্রধান নির্বাহীকে দেয়া এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে বলেন যে, এদেশে সফটওয়্যার ও ডাটাএন্ট্রি করার মতো প্রচুর দক্ষ জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং এদের সহায়তায় এদেশ আমেরিকাসহ ইউরোপীয় দেশে 'সার্ভিস' দিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। তিনি সাক্ষাৎকার দেয়ার সময়েই পাশে উপস্থিত মার্কিন চার্জ দ্য এফেয়ার্সকে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ডাটা সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেন যাতে তিনি এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তিনি আরো বলেন যে, ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস্-এর সকল ডাটা একটি "ডাটা ব্যাংকে" অন্তর্গত করার পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যাতে যে কোন তথ্য সংগ্রহকালে বছরের পর বছরের পুরনো ফাইলপত্র ঘাটাঘাটি করতে না হয়।

জনাব মোর্শেদ খান তিনটি মেলায়ই উপস্থিত থাকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, মার্কিন ব্যবসায়ীগণ এই মেলা থেকে বুঝতে পারবে এদেশে মার্কিন ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও এর সঠিক প্রয়োগের মধ্যে নিহিত।

মার্কিন পণ্য সরবরাহকারী ৩৮টি বাংলাদেশী কোম্পানী ও এজেন্সী মেলায় তাদের পণ্য প্রদর্শন করে। ৫৮টি স্টলে ৮০টির মত বিভিন্ন ধরনের মার্কিন পণ্য সামগ্রী স্থান পায়। তবে সবচাইতে আকর্ষণীয় এবং দর্শকদের মাঝে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় কমপিউটার এবং কমপিউটারের অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবহার্য সামগ্রীর স্টলগুলো। উল্লেখ্য, এটি তৃতীয় মার্কিন বাণিজ্য মেলা। আগের বাণিজ্যমেলাতেও দর্শকদের প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল কমপিউটারেই।

মোট ৩৮টি কোম্পানীর মধ্যে কমপিউটার এবং কমপিউটার পেরিফেরালস কোম্পানী ছিল ১৫টি। অংশগ্রহণকারী কমপিউটার বা কমপিউটারের ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক সামগ্রীর কোম্পানীগুলোর নাম এবং তাদের প্রদর্শিত পণ্যের তালিকা নীচের ছকে দেয়া হয়েছে।

মেলায় অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রায় সব কয়টি কমপিউটার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ১০%-২০% বিশেষ ছাড়। আমরা ট্রেড শো'র সম্পর্কে জানার জন্য অংশগ্রহণকারী কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় কমপিউটার ব্যক্তিত্বের সাথে আলোচনা করি। আলোচনাকালে অনেকেই "আমেরিকান-বাংলাদেশ ...." নামকরণে আপত্তি জানিয়েছে। তাঁদের মতে এটা "আমেরিকা-বাংলাদেশ ...." হওয়া উচিত। এছাড়া 'অন্তর্ভূক্তি' সদস্যদের ভোটদানের দাবীও উঠেছে – যাতে সব ব্যাপারে এবিইএফ-এর সকল সদস্যের মতামত থাকে। এখন যাঁরা ভোট দেন তাঁদের সংখ্যা মাত্র ১০ / ১২ জন। অথচ মোট সদস্য সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী। সবাই আশাবাদী যে, এবিইএফ কর্তৃক ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন। ট্রেড শো সম্পর্কে তাঁদের মতামত সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া হলো। সাক্ষাৎকারগুলো সাজানো হয়েছে শো'র বুথ-এর ক্রমনম্বর অনুযায়ী।

বোরহান উদ্দিন
ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশন লিঃ

আমি মনে করি ইউএস ট্রেড শো এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শো। সে কারণে এটা সম্পর্কে দেশব্যাপী ২/১ মাস আগে থেকেই আরো ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো উচিত ছিল। এতে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও উৎসাহী ক্রেতা / দর্শক শো-তে আসতেন, কেনার ব্যাপারে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন অনেক অফিস / ব্যক্তি। আমি আশাবাদী যে, ভবিষ্যতে উদ্যোক্তারা এ ব্যাপারে অন্ততঃ ১ মাস আগে থেকেই ট্রেড শো-র ব্যাপারে প্রচারণা চালাবেন। উদ্যোক্তারা আগে ধারণা দেয়া দিয়েছিলেন যে, টিভিতে প্রচারণা চালানো হবে – সেটা পরে করা হয়নি। টিভির প্রচারও প্রকৃত ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। এছাড়া অনেকের মতামত ছিল ট্রেডার্স ডে হওয়া উচিত।

ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশন লিঃ এর সবচেয়ে বড় স্টল (চারটি বুথের সমন্বয়ে) দেখে এদেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবসায়ে নেতৃত্বের দাবীদার সম্পর্কে দর্শকরা পরিষ্কার ধারণা করতে পেরেছেন। ডেস্কটপ প্রদর্শনীতে শুধু মেশিন দেখায়নি, "সম্পূর্ণ সিস্টেম" দেখিয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করেছে। আমরা মাত্র ২/১ মাস আগে আমেরিকায় ঘোষিত নতুন পণ্য দেখিয়েছি। আমরাই পেন্টিয়াম সার্ভার ও পেন্টিয়াম ডেস্কটপ পিসি (ভিডিও টেকনোলজিসহ), নেটওয়ার্কিং কমপিউটিং, রঙ্গীন নোটবুকও দেখিয়েছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে শো'র ৩ দিনই উপস্থিত থেকে দর্শক / ক্রেতাদের পণ্য সম্পর্কে সাধ্যমত বোঝাবার চেষ্টা করেছি এবং আমার বিশ্বাস তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে কম্প্যাক কমপিউটারের বিশেষত্ব এবং কোম্পানী হিসেবে ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশনের পেশাগত মান ও দক্ষতা। কোন একক শো'র থেকেও এই প্রদর্শনীর আবেদন অনেক বেশী, কেননা ব্যাপক সংখ্যক পরিদর্শক এখানে আসতে পারেন।

এবিইএফ-এর কার্যক্রম 'শো'র মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বছরে বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং অন্যান্য কার্যাবলীতেও সম্প্রসারিত হতে পারে। একটি স্থায়ী অফিসের বিষয়ও বিবেচনায় আসতে পারে, যাতে সবসময় প্রয়োজনে এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

শাহ্দুল হক
সিস্টেমেটিক কমপিউটিং লিঃ

ইউএস ট্রেড শো'র এবারকার আকর্ষণীয় দিক হলো এর লে-আউট আন্তর্জাতিক মানের এবং এ জায়গাটা অবশ্যই খুব ভাল। লোকজনের ভীড় কিছুটা কম, কারণ হয়তোবা ক্রিকেট খেলা চলছে তাই। আর ট্রেড শো'র ব্যাপারে প্রচার প্রচারণা কম হয়েছে। কর্তৃপক্ষ পোষ্টার ও ব্যানার দিয়ে প্রচারণা চালিয়েছিলেন কিন্তু ঢাকায় সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী পোষ্টার ও

কোম্পানীর নাম	ট্রেড শো'তে প্রদর্শিত পণ্য / সার্ভিস
ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশন লিঃ	কম্প্যাক কমপিউটার ও লেজার প্রিন্টার ; বেষ্ট পাওয়ার অনলাইন ইউপিএস ; এএমটি প্রিন্টার ; নোভেল নেটওয়্যার এবং এসসিও ইউনিক্স এর আওতায় কমপিউটিং-এর বিভিন্ন সমাধান।
সিস্টেমেটিক কমপিউটিং লিঃ	ডেল কমপিউটার (সকল রেঞ্জের) ; এপিসি ইউপিএস ; কমপিউটার পেরিফেরালস ; হার্ডওয়্যার সাপোর্ট ; কমপিউটার ট্রেনিং।
ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট	লেনিয়ার কপিয়ার ; এক্সাইড ইউপিএস।
এপ্লাইড কমপিউটার টেকনোলজিস লিঃ	নোভেল ও জিরকম নেটওয়ার্কিং; নর্থ গেইট ও মাইক্রো স্মার্ট কমপিউটার; এপিসি ইউপিএস অটোডেস্ক ; সামারগ্রাফিক্স প্রশিক্ষণ।
ফ্লোরা লিমিটেড	কম্প্যাক কমপিউটার ; এইচপি কমপিউটার ও প্রিন্টার।
মাস্টিশিংকে ইন্টারন্যাশনাল কোং লিঃ	ইউনিসিস কমপিউটার ; এইচপি কমপিউটার ও প্রিন্টার।
এবাকাস এণ্ড অটোমেশন লিঃ	এএসটি কমপিউটার (সকল রেঞ্জ)।
সাইটেক কোং লিঃ	এপল কমপিউটার ও প্রিন্টার ; ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন।
আইবিসিএস প্রাইমেক্স সফটওয়্যার (বাংলাদেশ) লিঃ	ইউনিসিস ও সান মাইক্রো কমপিউটার ; ওরাকল ও মাইক্রোসফট সফটওয়্যার এবং সকল প্রকার কমপিউটার প্রশিক্ষণ।
লিডস কর্পোরেশন	এনসিআর কমপিউটার ; সফটওয়্যার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ।
বেক্সিমকো কমপিউটার্স লিঃ	আইবিএম কমপিউটার ; সফটওয়্যার উন্নয়ন।
কালাম এন্টারপ্রাইজ	থ্রিএম সামগ্রী।
আইবিএম ওয়ার্ল্ড ট্রেড কর্পোরেশন	আইবিএম কমপিউটার।
কম্পটেক সেন্টার	গ্লোবাল ; অ্যারিস কমপিউটার ; প্রিমেরা কালার প্রিন্টার।

ব্যানারে ট্রেড শো'র গুগুলো হারিয়ে গেছে। ভীড় কম হলেও কিছু কিছু কমপিউটারের আগ্রহী লোকজন আসছেন। ডেলের নেটপ্লেক্স ৪৮৬ মেশিনটি নতুন হিসেবে দেখাচ্ছি এবং সাড়াও পাচ্ছি। এখানে DELL এর কয়েকটি কমপিউটার প্রায় ১৫% কমে বিক্রির ব্যবস্থা রয়েছে এবং তা শুধুমাত্র শো'র সময়ের জন্য।

তিনি মেলার স্টলসজ্জার পুরস্কারের ব্যাপারে তার ক্ষুব্ধ মতামত ব্যক্ত করে প্রশ্ন তোলেন যে, কোন মানদণ্ডে এই পুরস্কার দেয়া হচ্ছে তা আমাদের জানা দরকার।

এ এ কামরুজ্জামান

সাকাইমেক্স

ট্রেড শো'তে আমি এবার প্রদর্শন করছি বয়লার। গতবারের তুলনায় এবারের পরিবেশ খুবই ভাল। গতবার তো ছিল হল রুমে, কাজেই স্টলের আকৃতিও রাখতে হতো ছোট। কিন্তু এবার সুপরিসর এলাকা জুড়ে হওয়াতে মেলার আমেজই ভিন্ন। এবারকার শোতে বাস্তবিক আগ্রহী দর্শকের সমাগম ঘটছে। যদিও ভীড় কম তবে দর্শকের আগ্রহ বেশী।

আবুল কালাম

কালাম এন্টারপ্রাইজ

গতবারের তুলনায় এবারের দর্শকের চাহিদা বেশী, আগ্রহ বেশী। আমরাতো 3M পণ্যের পসার এনেছি, এখানে প্রদর্শনের পাশাপাশি বিক্রিও চলছে যথেষ্ট। 3M এর কিছু নতুন পণ্য অবশ্য আনতে পেরেছি। 3M একশত পয়ত্রিশটি পণ্য উৎপাদন করে। আমার এখানে ডাটা স্টোরেজ এবং স্টেশনারী সামগ্রীর চাহিদা বেশি দেখতে পাচ্ছি। এবার ভীড় কম তবুও লোক আসছে। কর্তৃপক্ষ ইউএস ট্রেড শো'র সম্পর্কে আগে থেকে বেশী প্রচার করলে ভাল হতো। কারণ প্রচারই দর্শকদের জানিয়ে দেয় শো হচ্ছে– অতএব কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে বেশী করে প্রচারের ব্যবস্থা রাখবে।

এবারেও সাজসজ্জার দিক থেকে আমরা দ্বিতীয় পুরস্কার পাওয়ায় আমি খুবই খুশী।

আফতাব উল ইসলাম

আইওই

মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্টের স্বত্বাধিকারী এবং আমেরিকান বাংলাদেশ ইকনমিক ফোরামের নির্বাহী পরিচালক আফতাব উল ইসলাম জানান বিদেশী উদ্যোক্তাদের সরাসরি উৎসাহ প্রদানের জন্য এ ধরনের বাণিজ্য মেলা খুবই ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে। এর ফলে বাংলাদেশে বিদেশী উদোক্তাদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেবে।

তিনি আরো জানান ফরচুন ৫০০ কোম্পানী থেকে ৩৮টি কোম্পানী মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং ত্রিশ হাজারেরও অধিক লোক মেলায় আসে। মেলার অফিসিয়াল বাহক ছিল বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স।

মেলায় স্টল সজ্জিতকরণ এবং সাধারণ মানুষের সাথে আচরণ তথা উপস্থাপনার ভিত্তিতে তিনটি স্টলকে পুরস্কার প্রদান করার দায়িত্ব ছিলো চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটির উপর। বিজয়ীদেরকে দেয়া হয় ক্রেষ্ট এবং এটা প্রদান করেন মার্কিন চার্জ দ্য এফেয়ার্স।

এ পর্যায়ে প্রথম পুরস্কার ঢাকা-নিউইয়র্ক-ঢাকা টিকিট পায় সিঙ্গার, দ্বিতীয় পুরস্কার ঢাকা-টোকিও-ঢাকা টিকেট পায় কালাম এন্টারপ্রাইজ এবং তৃতীয় পুরস্কার পায় আইডিই (কৃষক বন্ধু) ঢাকা হংকং-ঢাকা টিকিট। এ পুরস্কার স্পন্সর করে বিমান।

এছাড়া অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয় তা স্পন্সর করে ভিনটেজ ট্যুরস এণ্ড ট্র্যাভেলস। এ পর্যায়ে ১ম পুরস্কার পান সাকাইমেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম, কামরুজ্জামান, তিনি ঢাকা-দুবাই-ঢাকা টিকেট পান। ২য় পুরস্কার পান কম্পাক পরিবেশক ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোরহান উদ্দিন।

ফায়াজি আমিল

এপ্রাইড কমপিউটার টেকনোলজিস লিঃ

গতবারের তুলনায় এবারের সাজ-সজ্জা অনেক ভাল এবং দর্শকের আগ্রহও প্রচুর। মানুষের মাঝে সচেতনতা বেড়েছে যথেষ্ট। নোভেলের আপগ্রেড সফটওয়্যার গ্রহণের ব্যাপারে অনেকেই আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমরা এখন থেকে এ সুবিধা দিব। আর আমেরিকার নোভেল কোম্পানীও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে যা কম খরচে আপগ্রেড করার ব্যাপারে ব্যবহারকারীকে প্রেরণা যোগাবে। আমরা নর্থগেট কমপিউটার প্রদর্শন করছি। এপ্রাইড এই মেলায় প্রায় ১০% কমে কয়েকটি পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করেছিল।

মোস্তফা শামসুল ইসলাম প্রিন্স

ফ্লোরা লিমিটেড

এবারে মেলায় আগের বারের তুলনায় দর্শকের সংখ্যা বেশী। ভালভাবে প্রচার হলে দর্শক সংখ্যা আরও অনেক বেশী হত। তিন দিনের মেলায় অংশগ্রহণ করতে হলে প্রকৃত পক্ষে ডিলারদের ৫ (পাঁচ) দিন সময় ব্যয় হয়। এই দীর্ঘ ব্যয় আমাদের স্বাভাবিক ব ব্যবসা অত্যন্ত ব্যাহত হয়। তাদোপরি নভেম্বরে কমপিউটার সমিতির প্রদর্শনীতে অনেক সদস্য যোগদান করে অনেক সময় ব্যয় করেছেন। কিছু কিছু কমপিউটার ডিলার নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামে কমপিউটার প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া CEMS-এর আয়োজিত মেলায়ও কয়েকটি কমপিউটার ডিলার অংশগ্রহণ করেন। এখন আবার শুনতে পাচ্ছি কমপিউটার সমিতি আগামী এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন। এত ঘন ঘন প্রদর্শনীতে কমপিউটারের প্রচার নিশ্চয়ই বাড়ছে। তবে এই সময় এবং ব্যয় বাহুল্য আয়োজন কমপিউটার ডিলারদের পক্ষে কতটুকু সহনীয় তা বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়।

বি মান্নান

মাল্টিলিংক ইন্টারন্যাশনাল কোং লিঃ

ইউএস ট্রেড শো'তে এবারই আমরা প্রথম। অবশ্য আমাদের কোম্পানী মাল্টিলিংক ইন্টারন্যাশনালও নতুন। প্রথমবারের মত মেলায় অংশগ্রহণ করেও ভাল সাড়া পাচ্ছি। আমরা এবারই ইউনিসিস এবং এইচপি (হিউলেট প্যাকার্ড)-এর পণ্য বাজারজাত করছি। আর মেলায় অংশগ্রহণও এগুলো নিয়ে। মেলা উপলক্ষে আমরা ১০% থেকে ১৫% কম দামে বিক্রির ব্যবস্থা করেছি। আর একটি পণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করছি, আসলে এটি পণ্য নয় এটি একটি সিস্টেম। সেটা হলো বার কোডিং সিস্টেম। এ ব্যাপারে আমেরিকার বারকোড ডাটা কানেকশন সিস্টেম "ইন্টারমেক" এর এশিয়ায় বাণিজ্য উন্নয়ন পরিচালক ডেভিড বি কেন্নাউহ আমাদের সাথে আছেন। (পরে মিঃ ডেভিডের সাথে কথা হয়েছে, English Section দেখুন)। এই মতামতকে সমর্থন করে আরো তথ্য যোগ করলেন শহিদুজ্জামান সাহেব। তিনি বললেন, ইউনিসিসের সব মডেলের জন্য তিন বছরের ওয়ারেন্টি দেয়া হচ্ছে।

এসএম মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী

এবাকাস এণ্ড অটোমেশন লিঃ

গতবারের তুলনায় এবার প্রকৃত আগ্রহী দর্শক বিশেষ করে প্রকৃত ক্রেতাদের আগমন ঘটেছে বেশী। মানুষ বেশ সচেতন হয়েছে। তবু আরও সচেতন করা দরকার। সেজন্যই শো'তে অংশগ্রহণ। মেলা খোলা আবহাওয়া হওয়াতে ধুলাবালিতে কমপিউটারের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। সরাসরি রোদ পড়ায়ও অসুবিধা হয়েছে। মেলায় আমরা এবার ১৫ শতাংশ কম মূল্যে কমপিউটার সরবরাহ করছি। এতে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেছে। এবং এ পর্যন্ত (মেলার শেষ দিন) প্রায় ৫০টি কমপিউটার বিক্রয় করা সম্ভব হয়েছে। এবাকাসের স্টল সজ্জার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন যে, আমরা বিশেষভাবে দর্শকদের আকৃষ্ট করার জন্য স্টল সাজিয়েছি। পুরস্কারপ্রাপ্ত স্টলগুলোর কোনটিই তার মতে যোগ্যতা অনুযায়ী পুরস্কার পাননি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ ওয়াই এম আহমেদ

আইবিসিএস প্রাইমেক্স (বাংলাদেশ) লিঃ

আমরা মূলত মেলায় আমাদের তৈরি সফটওয়্যারসমূহ দেখাচ্ছি। তবে অরাকল ইউনিক্স এবং ইউনিসিস কমপিউটার তো রয়েছেই।

জায়গা এবং ডেকোরেশনের দিক দিয়ে এবারের ইউএস ট্রেড শো খুবই ভাল। তবে প্রকৃত আগ্রহী দর্শকের সমাগম খুবই কম।

আমরা ছয়টি নতুন সফটওয়্যার তৈরী করেছি। আমরা মূলত সফটওয়্যার রপ্তানী করে থাকি। আমাদের এ সফটওয়্যারের ভাল বাজার হচ্ছে ভারত এবং নেপাল।

শাহজামান মজুমদার বীর প্রতীক

আইবিএম ওয়ার্ল্ড ট্রেড কর্পোরেশন

গত বছরের তুলনায় দর্শকের ভীড় একটু কম। তাছাড়া সিরিয়াস দর্শকের আগমন তেমন নেই। প্রদর্শনীতে গতবারের চেয়ে এবার কৌশল পরিবর্তন করেছি। প্রদর্শিত পণ্যের মধ্যে লোটাস নোট সার্ভার দেখাচ্ছি। এছাড়া কানেকটিভিটি, নেটওয়ার্কিং ইত্যাদিও রয়েছে। আর এবার একক ক্রেতার চাইতে অধিক ব্যবহারকারী তথা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহারকারীকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আইবিএম-এর বেশ কয়েকটি পণ্যের জন্য বিশেষ ছাড় ছিল এ মেলায়। মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত স্টলগুলো সম্পর্কে তিনি এই প্রতিনিধিকে বলেন যে, আপনাদের উচিৎ সবগুলো স্টল দেখে বিচার করা কোনটি সেরা। আর কমিটিই বা কোন মানদণ্ডে পুরস্কার দিচ্ছে তাও প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া উচিত।

কথা হলো অনির্বাণ গ্রুপের জোয়াদ কাজীর সাথে। আইবিএম এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দেখাচ্ছেন আমেরিকার বিখ্যাত সফটওয়্যার "মেথমেটিকা"। সম্প্রতি অনির্বাণ গ্রুপ এ সফটওয়্যারটির বাংলাদেশে পরিবেশক নিযুক্ত হয়েছে।

তিনি বললেন, এই সফটওয়্যারটি হলো কমপিউটারে গাণিতিক প্রক্রিয়া সমাধানের জন্য একটি উৎকৃষ্ট সফটওয়্যার। সফটওয়্যারটির গুণাবলীর মধ্যে সম্পৃক্ত রয়েছে নিউমেরিকেল, সিম্বলিক এবং গ্রাফিক্যাল কমপিউটিং-এর ব্যবস্থা। এছাড়া আরও আকর্ষণীয় সংযোজন হচ্ছে হাইলেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যা দিয়ে মোটামুটি ভাল প্রোগ্রাম তৈরি করা সম্ভব।

শেখ আবদুল আজিজ

লিডস কর্পোরেশন

ইউএস ট্রেড শো'র স্থান এবং ডেকোরেশন এবার বেশ ভাল। লোকজনও এসেছে প্রচুর। বিভিন্ন বয়সের লোকজনের আগমনে এবং কোলাহলে এটি উৎসব বলে মনে হয়েছে। তবে শো'তে যে ধরনের লোকজন আসার কথা অর্থাৎ ট্রেড শো'তে ট্রেডার্সদের আসার কথা, তারা আসেনি। আয়োজকদের উচিৎ ছিল

(৫৭ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

'পণ্ডিত' বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক

পণ্ডিত সেরা সফটওয়্যার নির্বাচিত হওয়ায় প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে এর চারজন তরুণ নির্মাতা - শহীদুল ইসলাম সোহেল, আর. এ. এ. আবদুল্লাহ অংক, মাহবুবুল আলম এবং শাহীন আক্তার শিল্পী লিখিতভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁরা জানান - পণ্ডিত কমপিউটার জগৎ-এর নির্বাচনে ১৯৯৩ সালের সেরা সফ্টওয়্যার নির্বাচিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের পরিশ্রমের মূল্যায়ন করার জন্য মাসিক কমপিউটার জগৎ-কে ধন্যবাদ। প্রথম যখন আমাদের বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসর 'বর্ণ'র বিপনন শুরু হয় আমরা তখনও মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর কাছ থেকে

পণ্ডিতের উদ্ভাবক বা দিক থেকে মাহবুব, শিল্পী, সোহেল এবং অংক

অনুকূল সাড়া পেয়েছিলাম। আমাদের দেশে সফ্টওয়্যারের কাজ হয় অত্যন্ত কম। আরও কম হয় লো লেভেল প্রোগ্রামিং এবং মৌলিক কাজ। 'বর্ণ' হচ্ছে বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক ওয়ার্ড প্রসেসর। আমাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমাদের কাজ করে যেতে হচ্ছে। তবুও আমরা গতানুগতিক প্রবাহে গা ভাসাতে রাজী নই। পণ্ডিত প্রসঙ্গে একথা বললে আশা করি অত্যুক্তি হবে না– এটি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে এবং বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও একটি মাইল ফলক।

আমাদের এই সাফল্য আমরা মনে করি আমাদের দেশের সাফল্য। আমাদের এই বানান পরীক্ষক তৈরীর জন্য বিদেশী কোন সফট্ওয়্যারের উপর নির্ভর করতে হয়নি। কমপিউটার জগৎ সেরা সমগ্রীর নির্বাচনে ভবিষ্যতে দেশজ সামগ্রীর ওপর আরও জোর দেবে বলে আমরা আশা করি যদিও অতীতে একবারই এই মূল্যায়ন করা হয়েছিল, সেখানে সেরা ব্যক্তিত্বই শুধু বাংলাদেশী ছিলো। আগেই বলেছি আমাদের এখানে মৌলিক সফ্ট্ওয়্যারের অপ্রতুলতা রয়েছে। তবুও ছোটখাটো অনেক কাজকেই উপযুক্ত স্বীকৃতি দিলে আমাদের সার্বিক কাজের মানোন্নয়ন হতে পারে। কারণ মেধা-মননে আমরা পশ্চাৎপদ নই অনেকভাবেই এটা আজ প্রমাণিত সত্য।

ইউএস ট্রেড শো

(৩০ নং পৃষ্ঠার পর)

ট্রেডার্সদের নিয়ে আসার জন্য কার্ড পাঠানো এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে আনা। শো সম্পর্কে যথাযথ প্রচার প্রচারণাও কম হয়েছে। এজন্য একদিন 'ট্রেডার্স ডে' রাখা অত্যন্ত দরকার। অবশ্য আমার ধারণা ছিল ১ দিন ট্রেডার্স ডে থাকবে। পরে শো'র সময়ে জানলাম যে এটি নেই।

পরবর্তীতে ট্রেড শো করার ব্যাপারে আয়োজকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রস্তাব আমি তুলে ধরতে চাই। সেগুলো হল –

এবিইএফ এর 'অন্তর্ভুক্তি' সদস্যদের ভোটাধিকার থাকলে আরো ব্যাপকভাবে সব আলোচনা করা যেতে পারে – যাতে শো সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

একদিন শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের দিন হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করা হোক।

সরকারী, বেসরকারী এবং এনজিওগুলোতে কার্ড পাঠিয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানালে শোর উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হবে।

শোতে সরাসরি কেনাবেচা বন্ধ করে দিতে হবে। শুধুমাত্র বুকিং করার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

শো'র পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপিত বিভিন্ন পণ্যের উপর ওয়ার্কশপ / সেমিনার করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই সেমিনার / ওয়ার্কশপ শো'র পাশাপাশি সবসময় সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কোম্পানীগুলো নিজেদের সেমিনার / ওয়ার্কশপের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উৎসাহীদের আগেই অবহিত করবেন এবং শো কর্তৃপক্ষ একটি পূর্ণাঙ্গ সময়সূচী ঘোষণা করবেন, যাতে ব্যাপকভাবে উৎসাহীরা এতে অংশ নিতে পারেন।

ক্রিকেট পণ্ডিত কমপিউটার

(৫৩ পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে– কত রান সংগ্রহ করলেন, কি ধরনের বল বা বোলারের মোকাবেলা করেছেন, পিচের অবস্থা কেমন ছিল, সে কি দলের বিপর্যয়ের মুখে খেলতে নেমেছিলেন কিনা, তিনি কয়টি ভাল 'শট' নিয়েছেন বা বাউণ্ডারী মেরেছেন ইত্যাদি আরও অনেক কিছু।

যাহোক, এসবগুলো কারণকে রেংকিং এর ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা যায় না। কারণ এদের বেশীরভাগই বর্ণনামূলক কিন্তু রেটিং-এর ভিত্তিই হচ্ছে পরিসংখ্যান, আর এই সকল বর্ণনামূলক প্রশ্নের জবাবকে নম্বরে রূপান্তর করার জন্য জটিল এবং উন্নততর সফটওয়্যারের প্রয়োজন। এধরণের জটিলতা পরিহারের জন্য রেটিং-এর ক্ষেত্রে কেবল খেলা শেষে স্কোর বোর্ড থেকে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্যাবলী এবং কয়েকটি বর্ণনামূলক ঘটনা যেগুলোকে সহজেই নম্বরে রূপান্তর করা যায় কেবলমাত্র সেগুলোকেই বিবেচনা করা হয়। এভাবেই টেস্ট ক্রিকেটারদের রেংকিং তৈরি করা হয়েছে।

বর্তমানে ক্রিকেট সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকাশনায় নিয়মিতভাবে এই রেটিং এর ওপর ভিত্তি করেই লেখা বেরুচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট সংগঠকরা স্কুল বা কলেজ পর্যায়ের লীগে এধরনের রেটিং ব্যবস্থা প্রচলন করা যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করছেন। এব্যাপারে অবশ্য C & L তেমন আশাবাদী নয়।

C & L খেলোয়াড়দের এই রেটিং-এর কাজে ২০ মেগাবাইট বুল ডেস্কটপ কমপিউটার ব্যবহার করেছে। রেটিংটি ঠিক করা হয়েছে টেস্ট ক্রিকেটারদের অতীত নৈপুণ্যের ভিত্তিতে। তাই প্রায় ১১৫০টি টেস্ট ক্রিকেটের বিভিন্ন তথ্য এই ডাটাবেসে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যে প্রোগ্রামটি রেটিং গণনা করে এর রয়েছে মাত্র ৫০০ লাইনের কোড আর ডাটাবেসকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রোগ্রামটির কোড লাইন সংখ্যা হচ্ছে ১২০০০। এই সবকিছুই মাত্র ৯টি টেস্ট টিমের জন্য। দেশীয় পর্যায়ে লীগগুলোতে টিমের সংখ্যা হয় প্রচুর সেক্ষেত্রে এ ধরনের র‍্যাংকিং করা খুবই কঠিন কাজ।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে C & L বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটমোদীদের জন্য একটি মহৎ কাজ করেছে। কিন্তু ক্রীড়া উৎসাহীদের চাহিদা আরও অনেক। অবশ্য এর কারণও রয়েছে। একদিনের ক্রিকেটের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার দরুন ক্রিকেটমোদীরা একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ খেলোয়াড়দের জন্য টেস্টের অনুরূপ রেটিং ব্যবস্থা দেখতে আগ্রহী। তবে দূর্ভাগ্য যে উ ী একদিনের ম্যাচের ব্যাপারে এধরনের কোন রেটিং-এর কথা ভাবছে না অর্থাৎ এর জন্য ক্রিকেটমোদীদের আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

ANANTA JOTI

COMPOSE

LASER PRINTING

RIBBON RE-INKING

ALSO

For Sales , Rent , Services & Data Entry

TOP OF THE TIME

Please } 815445
Call } 814253

ANANTA JOTI GROUP :
- M/S ANANTA JOTI (COMPUTER & TELEFAX)
- M/S ANANTA JOTI MULTIMETALS (DISH ANTENNA)
- M/S ANANTA JOTI SECURITY (SECURITY GUARD)

HEAD OFFICE : Baitush Sharaf Mosque
149/A, Airport Road,Dhaka - 1215

BRANCH : Lion Shopping Centre
73, Airport Road (2nd Floor), Dhaka.